দৈনিক বাংলা

তারিখ ০২/১০/৮১

পৃষ্ঠা

186

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন

জাতীয় অধ্যাপক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন গত শুক্রবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন এদেশের এক কৃতী সন্তান; তাঁর মধ্যে সমাহার ঘটেছিল অসংখ্য বিরল ও অনন্য গুণাবলীর। আমাদের সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। এসব ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ধীমান ছাত্র ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তার বহুমুখী গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্র জীবন শেষে তিনি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল শিক্ষক হিসাবে তিনি জ্ঞানের তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু তিনি নিজেকে শুধুমাত্র শিক্ষকতা ও বিজ্ঞানের গন্ডীতে আবদ্ধ রাখেননি, সাহিত্য ও সংস্কারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন অনবদ্য ভূমিকা। বস্তুত এই ভূমিকার জন্যই তিনি আমাদের সকলের কাছে গভীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হয়ে আছেন।

আমাদের সাহিত্যকে যারা বিভিন্নভাবে সঞ্জীবিত, সমৃদ্ধ ও পল্লবিত করেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি একাধারে ছিলেন মৌলিক নিবন্ধকার, সাহিত্য সমালোচক। ধর্ম, বিজ্ঞান ও গণিত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা যুগ ও কালকে উত্তীর্ণ করে চিরন্তন হয়ে থাকবে। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

মরহুম কাজী মোতাহার হোসেন কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেই এবং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনাবদ্য অবদান রেখেই ক্ষান্ত হননি এদেশের সাহিত্য বিশেষ করে মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ করতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৯২১ সালে। তখন থেকেই তিনি মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে এগিয়ে আসেন। সেই আমলটা এদেশের মুসলমানদের ছিল পশ্চাদপদতার যুগ। নানা প্রকার কুসংস্কার ও কূপমন্ডকতা তাদের এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিরাগ ও অনীহা ছিল প্রবল। এই কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে এদেশের মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন তাদের অন্যতম। বিশ দশকের শেষার্ধে ও ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে যে প্রগতিশীল মুসলিম সাহিত্য আন্দোলন এদেশের মুসলমানদের চিন্তার দৈন্য মোচনে ও কুসংস্কার দূরীভূত করা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিল তিনি ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। তাঁর নিপুণ সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'শিখা' এদেশের মুসলমানদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে গ্রহণ করেছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করার ক্ষেত্রেও এর ছিল ব্যাপক অবদান।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ভালোবাসা ছিল গভীর। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত ঋজু ও আপোসহীন ভূমিকা। বস্তুত বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই-এ তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ভাষা আন্দোলনকারীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আরও একটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন খ্যাতিমান হয়ে আছেন। এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে দাবা খেলা। তিনি শুধু দেশেরই নয়, গোটা উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় ছিলেন এবং এই খেলায় তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এদেশে দাবা খেলার চর্চায় উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন। এখন যে দেশে দাবা খেলার ব্যাপক চর্চা হচ্ছে বস্তুত তার পেছনেও রয়েছে তাঁর উল্লেখজনক অবদান। টেনিস খেলার কৃতিত্বের জন্যও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ব্যক্তি জীবনে ডঃ কাজী মোতাহার ছিলেন সরল, নিরহংকার ও ধর্মপরায়ণ। জীবন যাপন করতেন নিরাড়ম্বর।

এই জ্ঞানতাপস, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ও মুসলিম বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম অগ্রনায়ক, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা তার স্মৃতির প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন আমাদের মধ্যে আর নেই। কিন্তু আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার এই মহান পথিকৃৎ সাহিত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াক্ষেত্রে যে কালোত্তীর্ণ অবদান রেখে গেছেন তার মধ্য দিয়েই তিনি ভাস্বর ও অমর হয়ে থাকবেন।